কুরআন: জীবনের গাইডলাইন

মূল
ড. ইয়াদ কুনাইবী

অনুবাদ
আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল জলিল

সম্পাদনা
আশিক আরমান নিলয়

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

সূচিপত্র

অনুবাদকের দুই-কলম ৭

কুরআন বোঝার নিয়ামাত ৯

অন্তরের খোঁজ নিন ১২

চিঠি এসেছে... ..... ১৫

আল্লাহর রশি ১৮

মর্যাদার সোপান ২০

অশ্রুসজল চোখ ২৩

পরিস্থিতি যখন প্রতিকূল ২৬

সর্বাবস্থায় আল্লাহর আনুগত্য ২৯

এক ক্লিকেই...! ৩২

নাক কাটলে কাটুক ৩৫

দারুণ অফার ৩৭

বোনের তরে নিবেদন ৪০

মজবুত শেকড় ৪৩

উত্তম বিকল্প ৪৫

বৃদ্ধ মুজাহিদ ৪৭

নিশ্চিত গন্তব্যে যাত্রা ৪৯

লেগে থেকো না, শুধরে যাও ৫১

এত ভাবা-ভাবির দরকার নাই! ৫৪

প্রেমহীন আমল, প্রাণহীন দেহ ৫৭
কুরআনের ব্যাপারে ভুল উপলব্ধি ৬০
রাসূলের নিরাশা ৬৩
দুই উদ্ধৃতি ৬৫
আমরা কি মুহাম্মাদ ﷺ-এর ইবাদাত করি? ৬৮
মুখ দিয়েছেন যিনি... ..... ৭১
অভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষা ৭৪
এটাও হত্যা ৭৭
ইয়াতীমের সম্পদ ৮০
মদ নয়, ড্রিংকস; সুদ নয়, মুনাফা ৮৩
সীসাঢালা প্রাচীর ৮৬
লাঞ্ছনার চার-হেতু ৮৮
আড়ালে তার সূর্য হাসে ৯২
কত বেশি লাইক ৯৫
হিফয বনাম ইলম ৯৭

প্রথম পাঠ

কুরআন বোঝার নিয়ামাত

আল্লাহর কালাম বুঝতে পারা একটি নিয়ামাত। অনেক বড় নিয়ামাত। কারণ, কালামুল্লাহ'র অনুধাবন হৃদয়ে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা, অনুরাগ ও ভালোলাগা সৃষ্টি করে। কুরআন বোঝার মধ্য দিয়েই তৈরি হয় আত্মার পরিশুদ্ধি, হৃদয়ের পরিতৃপ্তি আর তাকদীরের ফায়সালার প্রতি সন্তুষ্টি। কুরআন বোঝার মধ্য দিয়েই অর্জিত হয় ইয়াক্বীন ও সুদৃঢ় বিশ্বাস, অর্জিত হয় আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক ও দ্বীনি আত্মমর্যাদাবোধ, সৃষ্টি হয় আখিরাতের ফিকির এবং আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণ প্রতিদান লাভের সজীব প্রত্যাশা। এ সবই অনেক বড় বড় একেকটি অর্জন।

বিশ্বাস ও ঈমানী আলোর বিচ্ছুরণের মূল উৎসও হচ্ছে কুরআন কারীমের উপলব্ধি। সুতরাং, কুরআন কারীম বুঝতে পারা এক বিশাল নিয়ামাত।

তবে বাস্তবতা হচ্ছে সকলে এই নিয়ামাতের উপযুক্ত হতে পারে না। বিশেষ করে কিছু অকর্মণ্য লোক আছে। এরা যদি কুরআন বুঝত-ও, তবুও দুনিয়ার সস্তা-সামগ্রীকেই কুরআনের ওপর প্রাধান্য দিত তারা। ওইসব লোক আল্লাহর কালাম বুঝার নিয়ামাত পেয়ে যাবে, তা যেন স্বয়ং আল্লাহ তাবারকা ওয়া তাআলার আত্মসম্মানের পরিপন্থী!

আসলেই কি কিছু ব্যক্তি কুরআন বোঝার অনুপযুক্ত? কুরআনে কি এই দাবির স্বপক্ষে প্রমাণ আছে?

উত্তর হলো, হ্যাঁ। বহু আয়াত রয়েছে। যেমন, সূরা ইসরার ৪৫ নং ও ৪৬ নং আয়াত দুটি,

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴿٤٥﴾ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ﴿٤٦﴾

'যখন আপনি কুরআন তিলাওয়াত করেন, তখন আমি আপনার মাঝে আর পরকালে

অবিশ্বাসীদের মাঝে একটি অদৃশ্য পর্দা দিয়ে দিই। আর তাদের অন্তরে তা অনুধাবনের ক্ষেত্রে আবরণ সৃষ্টি করে দিই আমি। তাদের কানে ছিপি মেরে দিই। আর যখন আপনি কুরআনে আপনার পালনকর্তার একত্ব আলোচনা করেন, তখন তারা অনীহাবশতঃ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে চলে যায়।'[১]

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার জন্য এটা আত্মমর্যাদাবোধের প্রশ্ন যে, তাঁর কালামের নূর এ-সকল উদাসীন অন্তরে প্রবেশ করবে! তাই তিনি তাদের ও কুরআনের মাঝে একটি অদৃশ্য বাঁধার দেয়াল তৈরি করে দিয়েছেন। এতেই বোঝা যায় যে, তারা আসলে এই কুরআন বোঝার উপযুক্ত নয়।

কিন্তু কেন তারা কুরআন বোঝার যোগ্যতা হারাল?

আল্লাহ এর উত্তর দিয়েছেন পরের আয়াতেই। আল্লাহ তাআলা বলেন,

نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿٧٤﴾ انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿٨٤﴾

'তারা কেন কান পেতে তা শোনে, তা আমি ভালো করেই জানি। এও জানি যে, গোপনে আলোচনাকালে যালিমরা বলে, "তোমরা তো এক জাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করছ!" দেখুন, তারা আপনার জন্যে কেমন উপমা দেয়। মূলত তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে; অতএব, ওরা (হিদায়াতের) পথ পেতে পারে না।"[২]

এদের অপরাধ ছিল, এরা রাসূল ﷺ-কে জাদুগ্রস্ত বলে দাবি করত। অথচ মনে মনে ঠিকই জানতো যে, তাদের এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যাচার। এদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ

'তারপরও যখন তারা এই বক্রতার পথ বেছে নিল, আল্লাহ তাআলাও তাদের অন্তরকে বাঁকা করে দিলেন।'[৩]

অর্থাৎ, তাঁর পবিত্র কালাম বোঝার নিয়ামাত থেকে বঞ্চিত করলেন। এটা তাদের নিজেদেরই কর্মফল। আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি মোটেও অন্যায় করেননি। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের ওপর সামান্য যুলুমও করেন না। বরং মানুষই নিজেদের ওপর যুলুম করে থাকে।'[৪]

---

[১] সূরা ইসরা, ১৭ : ৪৫-৪৬।
[২] সূরা ইসরা, ১৭ : ৪৭-৪৮।
[৩] সূরা সফ, ৬১ : ৫।
[৪] সূরা ইউনুস, ১০ : ৪৪।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম ﵀ বলেন,

وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ هُدَاكَ فَخَلِّهِ
يُجِبْ كُلَّ مَنْ أَضْحَى إِلَى الْغَيِّ دَاعِيَا
وَقُلْ لِلَّذِي قَدْ غَابَ يَكْفِي عُقُوبَةُ
مَغِيبِكَ عَنْ ذَا الشَّأْنِ لَوْ كُنْتَ وَاعِيَا
فَيَا مِحْنَةَ الْحَسْنَاءِ تُهْدَى إِلَى امْرِئٍ
ضَرِيرٍ وَعِنِّينٍ مِنَ الْوَجْدِ خَالِيَا

যে ব্যক্তি হিদায়াতের পথে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেবে না, তাকে ছেড়ে দাও;
দেখবে, সে হাজার রকম ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বানকারীদের ডাকে ঠিকই সাড়া দিচ্ছে।
আর যে দূরে ছিল তাকে বলে দাও,
তোমার এই অনীহাই তোমার জন্য শাস্তি হিসেবে যথেষ্ঠ;
সেই রূপসীর বেদনার কথা আর কী বলব,
যাকে নপুংসক অন্ধের কাছে বিয়ে দেয়া হয়েছে![৫]

নপুংসক সেই হতভাগার কথা ভেবে দেখুন, যে এক সুন্দরী রমণীকে স্ত্রী হিসেবে উপহার পেয়েছে। অথচ সে নিজে অন্ধ ও পৌরুষহীন। ঠিক তেমনিভাবে যে ব্যক্তি কুরআন কারীমের কদর করে না, সে কুরআন বোঝার উপযুক্ত না।

সুতরাং, আপনি যদি এর যথাযথ মর্যাদা বুঝে থাকেন তবে একে সযত্নে আগলে রাখুন; যতক্ষণ না আপনার কাছে এর উপযুক্ত অন্য কেউ আসে। অর্থাৎ, নিজে কুরআন বুঝুন এবং এর আদর্শ উত্তরাধিকার ও আগামী প্রজন্ম তৈরিতে সচেষ্ট হোন।

সারকথা:

১. কুরআন কারীম বোঝা আল্লাহর পক্ষ থেকে অনেক বড় এক নিয়ামাত, বিশাল সম্মান ও মর্যাদার বিষয়।

২. সাবধান! সত্যের আহ্বান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন না। না হলে আল্লাহ আপনার এবং তাঁর কালামের মধ্যে অদৃশ্য পর্দা সৃষ্টি করে দেবেন। কারণ, অযোগ্য ব্যক্তি আল্লাহর কালাম বুঝুক, তা আল্লাহ তাআলার আত্মমর্যাদাবোধে বাধে।

[৫] মাদারিজুস সালিকীন , ৩/৩৩,৩৪; দীর্ঘ কবিতার একাংশ।

দ্বিতীয় পাঠ

অন্তরের খোঁজ নিন

বুদ্ধিমান মানুষ মাত্রই নিজের শারীরিক সুস্থতার চেয়েও মানসিক তথা অন্তরের সুস্থতাকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এজন্য সে নিজেকে বারবার প্রশ্ন করে, 'আমার অন্তর কি সুস্থ, নাকি রোগাক্রান্ত? আমার ক্বলব কি কলবুন-সালীম (প্রশান্ত চিত্ত), নাকি এতে কোনো গোপন অসুখ বাসা বেঁধে বসে আছে?'

অন্তরের সুস্থতা পরীক্ষার একটি সহজ উপায় আছে। কোনো ল্যাবে বা পরীক্ষাগারে যাওয়ার ঝামেলা পোহাতে হবে না এতে।

কীভাবে?

শুধু যাচাই করুন যে, কুরআন আপনার মধ্যে কতটুকু প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে। ফলাফল পেয়ে যাবেন খুব সহজেই।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

> 'আমি কুরআনে এমন কিছু অবতীর্ণ করেছি, যার মধ্যে মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত রয়েছে। আর তা যালিমদের জন্য কেবল ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।'[৬]

যদি দেখেন যে, কুরআন আপনার অন্তরকে সুস্থ করছে, দুশ্চিন্তা দূর করছে; তা হলে আনন্দিত হোন, আপনি মুমিন! যখন যে অবস্থায়ই কুরআন পড়েন বা শোনেন, অনুভব হয় যেন আল্লাহর রহমত আপনার চারপাশে ঘিরে আছে। হৃদয়কে করছে সুশীতল। এগুলো সবই মুমিনের লক্ষণ। কারণ, কুরআন শুধুমাত্র মুমিনদের জন্য শিফা-আরোগ্য-উপশম। সবার জন্য নয়।

পক্ষান্তরে কুরআন যদি আপনার অন্তরে নাড়া না দেয়, তাহলে দুঃসংবাদ। আল্লাহ মাফ করুন।

---

[৬] সূরা ইসরা, ১৭ : ৮২।

কুরআন শোনার পরও গুনাহ থেকে ফিরে না আসা, নেক আমলে উদ্যমী না হওয়া, এগুলো পাপাচারী যালিমদের অবস্থা। তারা কু-প্রবৃত্তির গোলামি করে নিজেদের ওপর যুলুম করেছে আর ভ্রষ্টতার পথকে প্রসারিত করেছে। নিজেদের অন্তরকে বঞ্চিত করেছে যাবতীয় কল্যাণ থেকে, কুরআনের নিয়ামাত থেকে।

আল ইয়াযু বিল্লাহ! এসব থেকে আল্লাহ তাআলার আশ্রয় কামনা করি!

আল্লাহ তাআলা সূরা তাওবায় ব্যাধিগ্রস্ত অন্তর তথা মুনাফিকদের এভাবে রূপায়িত করেছেন,

وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا

‘আর যখন কোনো সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন তাদের কেউ কেউ বলে, এ সূরা তোমাদের কার কার ঈমান বৃদ্ধি করল?’[৭]

মুনাফিকরা ঠাট্টার স্বরে বলাবলি করতো,

‘কুরআন না বলে ঈমান বাড়ায়? অ্যাই অমুক, তোমার ঈমান বেড়েছে নাকি?’

‘নাহ! কই?’

‘আমারও না। ধুর, এইসব ভুয়া!’

তাদের নির্বোধ আর পাথুরে অন্তরকেই ভাবতো স্বাভাবিক।

আল্লাহ তাআলা তাদের বিদ্রুপাত্মক কথাবার্তার সমুচিত জবাব দিলেন যে, সমস্যা কুরআনের নয়। বরং সমস্যা তাদের নিজেদের মধ্যে। আয়াতের পরের অংশে আল্লাহ বলছেন,

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

‘যারা মুমিন, এই সূরা তাদেরই ঈমান বৃদ্ধি করেছে। তারা এতে আনন্দিতও বটে।’[৮]

কুরআন মুমিনদের অন্তরে ঈমান আরও মজবুত করে। ফলে নেককাজে আরও বেশি উদ্যমী হয় তারা। আর কুরআনে মুমিনদের জন্য যেসব প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তা শুনে তাদের অন্তর পুলকিত হয়, প্রফুল্ল হয়।

পক্ষান্তরে যাদের অন্তর সত্য ও সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করার শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলছেন,

وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ

‘আর যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে এটি তাদের কলুষতার সাথে আরেও কলুষতা বৃদ্ধি করে।’[৯]

---

[৭] সূরা তাওবা, ৯ : ১২৪।

[৮] সূরা তাওবা, ৯ : ১২৪।

[৯] সূরা তাওবা, ৯ : ১২৫।

যে নিজের কু-প্রবৃত্তির গোলামি করে অন্তরকে কলুষিত করে ফেলছে, কুরআন শুনে তার অন্তরের কলুষতা আরও বৃদ্ধি পায়। কুরআনে তো সব তার প্রবৃত্তির বিপরীত আদেশ-নিষেধ। এসব শুনে বা পড়ে তার কাছে পছন্দ হয় না। কুরআনের বিধান অপছন্দনীয় মনে হয় তার কাছে। আল্লাহ আমাদের এমন ব্যাধি হতে রক্ষা করুন।

প্রিয় পাঠক! এমন মনে করার কোনো কারণ নেই যে, এগুলো নবি-যুগের নির্দিষ্ট একদল মুনাফিকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। পরবর্তীতে বুঝি এর কোনো পুনরাবৃত্তি ঘটবে না। বরং এই সমস্যা আমাদের প্রত্যেকের নিজের মাঝে খোঁজা উচিত। আমার মাঝেও মুনাফিকদের ওই বদস্বভাব নেই তো?

যেমন, মনে করুন, অফিসে যেতে যেতে বা দোকান খোলার সময় মোবাইলে কুরআনের তিলাওয়াত শুনছেন। তারপর কয়েক মিনিট পরই চালু করে দিচ্ছেন মিউজিক ভিডিয়ো, অশ্লীল গান, নাটক, সিনেমাসহ এমন হাজারো কিছু; যা আপনাকে অবিরাম ডাকছে গুনাহের দিকে। আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাস-বেখবর রাখছে।

কী? কুরআন কি আপনার ঈমান বৃদ্ধি করেছে?

যদি করত, তাহলে কি কুরআন শোনার পরও পাপাচারে লিপ্ত হতে পারতেন? পারতেন এসব অশ্লীল-অহেতুক কাজে গা ভাসাতে?

সারকথা:

আপনার মধ্যে কুরআনের প্রভাব কতটুকু, তা যাচাই করুন। এটি অন্তরের সুস্থতা-অসুস্থতা নির্ণয়ের এক অব্যর্থ চেকআপ।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সকলকে কলবুন সালীম তথা সুস্থ-অন্তর দান করুন। আমীন।

একত্রিংশ পাঠ

আড়ালে তার সূর্য হাসে

আমরা প্রতিনিয়ত দেখছি, অসহায় মুসলিম দেশগুলোর লাঞ্ছনা-গঞ্জনা আর দুর্দশার করুণ চিত্র। এই যে আমাদের বিপর্যয়গুলো একের পর এক দীর্ঘায়িত হচ্ছে, এখানে আল্লাহ তাআলার কী হিকমাহ রয়েছে, এটা হয়তো আমরা সেভাবে ভেবে দেখি না।

বাস্তবেই এখানে আল্লাহ তাআলার এক বিরাট হিকমাহ রয়েছে।

কী সেটা?

আল্লাহ তাআলা চান না যে, তাঁর বান্দারা শুয়ে-বসে বিজয় অর্জন করে ফেলুক। তিনি চান না তাঁর বান্দারা এর মাধ্যমে আত্মপ্ররোচিত-দাম্ভিক হয়ে যাক, রবের নিয়ামাত-বিস্মৃত অকৃতজ্ঞ হয়ে যাক। অনেক সময় তো এমনও হয় যে, বিজয়ের নেশায় মত্ত বিজেতা আগাগোড়া এক রক্তচোষা স্বৈরাচারী হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা এমন বিজয় দিতে চান না তাঁর মুমিন বান্দাদের।

এজন্যই বিজয়ের পূর্বে আহকামুল হাকিমীন তাঁর বান্দাদের কষ্ট-নির্যাতনে ফেলেন, বিপর্যয় আর ভোগান্তিতে ফেলে পরীক্ষা করেন; যাতে করে বান্দারা নিজেদের দুর্বলতা, অক্ষমতাকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পারে। যাতে পূর্ণাঙ্গভাবে অনুধাবন করতে পারে যে, বিজয় একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই, আমাদের কোনো ক্রেডিট নেই।

একটু ভেবে দেখুন তো, কুরআনের কোন আয়াতে এ কথাগুলোর ইঙ্গিত আছে!

আল্লাহ তাআলা বলছেন,

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّأَنتُمْ أَذِلَّةٌ

'আল্লাহ বদরের যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছেন, অথচ তোমরা ছিলে অপদস্থ।'[১১৪]

লক্ষ করুন, আল্লাহ বলছেন, 'তোমরা ছিলে অপদস্থ।'

[১১৪] সূরা আ-লি ইমরান, ৩ : ১২৩।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম ﵀ বলেন,

‘আল্লাহ যখন বান্দাদের পরীক্ষা করেন, তখন তারা প্রথমে অপমানিত-অপদস্থ হয়, পরাজিত ও ব্যর্থ হয়। এরপরই আল্লাহর পক্ষ থেকে সম্মান এবং বিজয় পাওয়ার উপযুক্ত হয় তারা। কারণ, বিজয়ের পতাকা উত্তোলিত হয় ব্যর্থতা আর পরাজয়ের ধ্বংসস্তূপ ভেদ করেই। আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের তারবিয়াত দেয়ার এটিও একটি হিকমাহ।

“আল্লাহ বদরের যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছেন, অথচ তোমরা ছিলে অপদস্থ।”

বিপরীতে হুনায়নের যুদ্ধের ব্যাপারে কী বলেছেন দেখুন,

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا

‘আল্লাহ তোমাদের অনেক স্থানে সাহায্য করেছেন এবং (সাহায্য করেছেন) হুনায়নের যুদ্ধের দিন। যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু তা তোমাদের কোনো উপকারে আসেনি...।’[১১৫]

তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যখন তাঁর বান্দাদের সাহায্য করতে চান, বিজয় দিতে চান, তখন বিজয়ের আগে তাদের পরাজয় আর ব্যর্থতার পথ মাড়িয়ে আনেন। এবং এই বিজয় আর সাহায্য আসেও পরাজয়ের আনুপাতিক হারে।’[১১৬]

হুনায়নের যুদ্ধের দিন মুসলিমরা তাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে আত্ম-অহমিকায় ভুগছিল। নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য মোহাবিষ্ট করে ফেলেছিল তাদের। কিন্তু এসব তাদের কোনো উপকারে তো আসেইনি, উলটো তারা ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে যুদ্ধের প্রথম দিকে। এরপর অল্প কিছু মুসলিম সৈনিক জড়ো হন নবিজি ﷺ-এর পাশে। আল্লাহ তাদের জনবল ও সম্পদে যে তিক্ততা ঢেলে দিয়েছিলেন, সেটার স্বাদ তারা হাড়ে হাড়ে টের পেতে থাকেন। বুঝতে পারেন যে, আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই মুমিনদের সাহায্যকারী নয়। শেষমেশ আল্লাহ তাআলা এই অল্প সংখ্যক লোকের মাধ্যমেই বিজয় দান করেন।

পক্ষান্তরে বদরের ঘটনা পুরো বিপরীত। তখন মুসলিমরা ছিল অল্প। যুদ্ধের সরঞ্জাম বলতে তেমন কিছুই নেই। মুহাজিরগণ তো সীমাহীন অত্যাচার-নিপীড়ন সয়ে দেশছাড়া। আনসার সমাজও নতুন এই পরিস্থিতিতে টালমাটাল। এতটা দুর্বল অবস্থায় অহমিকা, গর্ব আর শ্রেষ্ঠত্বের চিন্তা করা তাদের পক্ষে সম্ভবই ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এই হীন-দুর্বল অবস্থায়-ই তাদের সাহায্য করলেন, বিজয় দান করলেন।

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

‘আল্লাহ বদরের যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছেন, অথচ তোমরা ছিলে অপদস্থ। অতএব আল্লাহকে ভয় করো, যাতে কৃতজ্ঞ হতে পারো।’[১১৭]

---

[১১৫] সূরা তাওবা, ৯ : ২৫।

[১১৬] যাদুল মাআদ, ৩/১৯৮; উহুদ যুদ্ধের সাময়িক বিপর্যয়ের হিকমাহ সম্পর্কিত আলোচনায়।

[১১৭] সূরা আ-লি ইমরান, ৩ : ১২৩।

পুরো বিষয়টি সাজিয়ে বললে:

মুসলিমরা ব্যর্থ-অপদস্থ হয়ে আল্লাহর কাছে নত হবে। এরপর যখন আল্লাহ তাদের সাহায্য করবেন, বিজয় দান করবেন, তখন বিজয়ের খুশিতে আত্মহারা হয়ে অহমিকা আর আত্মতুষ্টিতে ডুবে যাবে না তারা। বরং নিজেদের দুর্বলতা আর অযোগ্যতার কথা স্মরণ করবে। বুঝবে যে, বিজয়ের কৃতিত্ব আল্লাহরই প্রাপ্য। এটি তার অনুগ্রহ। অবনত মস্তকে শুকরিয়া আদায় করবে রব্বে কারীমের কদমে। নিজেদের পূর্বের বিপর্যয় আর লাঞ্ছনার কথা স্মরণ করে সদয় হবে বিজিত জাতির ওপর। তাদের ওপর যুলুম-অত্যাচার করার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবে।

এই হচ্ছে মুসলিমদের ওপর দীর্ঘায়িত বিপর্যয়ের ব্যাপারে আহকামুল হাকিমীন আল্লাহ রব্বুল আলামীনের হিকমাহ।

এজন্যই ভাই আমার,

> ‘মেঘ দেখে কেউ করিস নে ভয়, আড়ালে তার সূর্য হাসে।’

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহর লাঞ্ছনা-গঞ্জনার আঁধার কাটিয়ে বিজয়ের সূর্যকে ত্বরান্বিত করুন। আমীন।